আজকের কাগজ ৪

তারিখ 10 AUG 1993
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ বন্ধ ।। হল ত্যাগের নির্দেশ

ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ বন্দুকযুদ্ধ

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ (ম-ই)-এর জঙ্গী ছাত্রদের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধের পর গতকাল চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের গতকাল বিকাল ৫টার মধ্যে ছাত্রাবাস ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ছাত্রাবাসগুলোতে তল্লাশি চাল্রিয়ে পুলিশ ১টি স্টেনগান, ১টি পাইপগান, ১টি ওয়ারলেস সেট, ১শ' বুলেট ১২টি কিরিচ, ১২টি হকিস্টিক, অনেক ককটেল উদ্ধার ও ১০ জনকে আটক করেছে। অধ্যক্ষ নূরজাহান ভূইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় কলেজ বন্ধের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। খবর ইউএনবি।

কলেজ ক্যাম্পাসে দু'দলের মধ্যে কমপক্ষে ২শ' রাইন্ড গুলিবিনিময় ও উপর্যুপরি হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটে। দু'ঘন্টার সংঘর্ষে ছাত্রাবাসের ৫০টি কক্ষ ভাঙচুর, তছনছ ও আগুন লাগানো হয়। কেউ হতাহত হয়নি। উভয় পক্ষই নিরাপদ অবস্থান থেকে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। হোস্টেলের একটি সীট নিয়ে দু'ছাত্রের বিরোধকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। পুলিশ ছাত্রলীগের ৮ জন, ছাত্র দলের ১ জন ও ১ জন হোস্টেল কর্মচারিকে গ্রেফতার করেছে। উল্লেখ্য, গত বছর ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছাত্রলীগ ও ছাত্র শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষে কলেজটি বন্ধ ছিলো।

এদিকে আমাদের চট্টগ্রাম অফিস জানায়, গতকাল চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসে ঘুমন্ত ছাত্রদের ওপর সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের ২ ঘন্টাব্যাপী নারকীয় হামলা চলে। হামলায় বেশ কয়েকজন ছাত্র জখম হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হামলা চালানোর সময় সন্ত্রাসীরা অত্যাধুনিক অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে। এ সময় সমগ্র ক্যাম্পাসে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ঘুমন্ত ছাত্ররা ঘুম থেকে জেগে আত্মরক্ষার্থে এদিক-সেদিক পালাতে থাকে। সন্ত্রাসীরা বেপরোয়া হামলায় ২১টি কক্ষ ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, আসবাবপত্র লুট করে। তাছাড়া হাসপাতালে অবস্থানরত ছাত্রলীগ নেতার বেডেও হামলা চালায়।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (ম-ই) মেডিকেল কলেজ শাখা প্রেরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে অভিযোগ করা হয়, বিগত চমেকসু'র নির্বাচনে পরাজিত হয়ে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে ছাত্রদল ছাত্রলীগ নেতা-কর্মিদের ওপর পরিকল্পিতভাবে হামলা চালায়। অস্ত্রধারীরা এক পর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশ ও কলেজের শিক্ষকদের লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করে। এতে পুলিশের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার আহত হয়। ক্যাম্পাসে এখনো স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসেনি। বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

ছাত্র সংসদ (চমেকসু)'র ভিপি ফয়সল ইকবাল চৌধুরী, জিএস মোঃ রবিউল করিম, সভাপতি আহসান হাবিব হেলাল, সম্পাদক কাজী নাসিমুর রহমান এক বিবৃতিতে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।